

# কান্দি অঞ্চল : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

লেখক : শ্রী অজয় কুমার দে

## সূচিপত্র

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| প্রাককথন .....               | i-iii |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার .....       | iv    |
| সংক্ষিপ্ত রূপের তালিকা ..... | v     |

---

## অধ্যায় ১

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| ভূমিকা : লকডাউন, মানসভ্রমণ ও ঐতিহ্যচর্চা ..... | ১-৬ |
| 1.1 গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য              |     |
| 1.2 লকডাউন ও ভ্রমণসাহিত্যের নতুন পাঠ           |     |
| 1.3 উৎস ও পদ্ধতিগত আলোচনা                      |     |

---

## অধ্যায় ২

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| কান্দি অঞ্চল : ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাচীন ইতিহাস ..... | ৭-১৮ |
| 2.1 কান্দি অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি                    |      |
| 2.2 অনাদিবর সিংহ ও আদি বংশকথা                         |      |
| 2.3 বনমালী সিংহ ও কান্দির প্রতিষ্ঠা                   |      |
| 2.4 মধ্যযুগীয় বাংলা ও কান্দি                         |      |

---

## অধ্যায় ৩

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| কান্দি রাজবংশ : অর্থনৈতিক উত্থান ও জমিদারি বিকাশ ..... | ১৯-৩৪ |
| 3.1 রাধাকান্ত সিংহ ও রেশম বাণিজ্য                      |       |
| 3.2 হরেকৃষ্ণ সিংহ ও জমিদারি সংহতি                      |       |
| 3.3 গৌরাঙ্গ সিংহ : রাজবাড়ি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা         |       |

---

## অধ্যায় ৪

রাধাবল্লভ বিগ্রহ ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ..... ৩৫–৪৮

- 4.1 রাধাবল্লভ জিউ : কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিকতা
- 4.2 দেবপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকথা ও লোকবিশ্বাস
- 4.3 বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় কান্দির স্থান

---

## অধ্যায় ৫

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ : ক্ষমতা, বিতর্ক ও ঐশ্বর্য ..... ৪৯–৬৮

- 5.1 ঔপনিবেশিক প্রশাসনে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ
- 5.2 রাজস্ব ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রভাব
- 5.3 মাতৃশ্রদ্ধ ও জমিদারি বিলাস
- 5.4 সমকালীন ইতিহাসে গঙ্গাগোবিন্দের মূল্যায়ন

---

## অধ্যায় ৬

লালবাবু, রাগি কাত্যায়নী ও বাংলার নবজাগরণ ..... ৬৯–৮৬

- 6.1 লালবাবু (কৃষ্ণকান্ত সিংহ) : ধর্ম ও দান
- 6.2 বৃন্দাবন সংযোগ ও মন্দির নির্মাণ
- 6.3 পাইকপাড়া রাজবাড়ি ও নাট্যচর্চা
- 6.4 বিদ্যাসাগর ও শিক্ষানুরাগ

---

## অধ্যায় ৭

কান্দি রাজবাড়ি : স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ..... ৮৭–১০৬

- 7.1 রাজবাড়ির স্থাপত্য পরিকল্পনা
- 7.2 অঙ্গন, বারান্দা ও আবাসিক বিন্যাস
- 7.3 রাজবাড়ি ও নগর-পরিকল্পনা
- 7.4 সংস্কারকাল ও ‘১৩৪৯ বঙ্গাব্দ’ বিতর্ক

---

## অধ্যায় ৮

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্স : স্থাপত্য ও আচার ..... ১০৭–১২৬

- 8.1 মন্দির প্রাঙ্গণের বিন্যাস
- 8.2 দেবমূর্তি ও উপাসনা-পদ্ধতি

৪.৩ রথযাত্রা, রাস ও অন্যান্য উৎসব

৪.৪ বাংলার বৃহৎ দেবালয়ের তুলনামূলক আলোচনা

---

## অধ্যায় ৯

পার্ব্বর্তী জমিদারি অঞ্চল : জেমো ও বাঘডাঙ্গা ..... ১২৭-১৫২

৯.১ ফতে সিংহ ও প্রাথমিক জমিদারি ইতিহাস

৯.২ জেমো রাজবংশ ও ত্রিবেদী পরিবার

৯.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও নবজাগরণ

৯.৪ বাঘডাঙ্গা মন্দির কমপ্লেক্স : শিব ও শক্তি উপাসনা

---

## অধ্যায় ১০

উপসংহার : কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ..... ১৫৩-১৬০

১০.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

১০.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১০.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা

---

পরিশিষ্ট (Appendix) ..... ১৬১-১৭০

ফুটনোট ও তথ্যসূত্র ..... ১৭১-১৮৫

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) ..... ১৮৬-১৯৫

## প্রাককথন

(পৃষ্ঠা i-iii)

এই অভিসন্দর্ভ রচনার পেছনে রয়েছে এক অস্বাভাবিক সময়ের অভিজ্ঞতা—বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিজনিত লকডাউন। যখন ভৌত চলাচল সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন স্মৃতি, পাঠ ও কল্পনার মধ্য দিয়ে ভ্রমণই হয়ে উঠেছিল ইতিহাস ও স্থানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র পথ। এই মানসভ্রমণের মধ্য দিয়েই কান্দি অঞ্চল, তার রাজবাড়ি, মন্দির, জমিদারি পরিসর এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নতুন করে ভাবনার কেন্দ্রে আসে।

কান্দি অঞ্চল সাধারণত মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচিত হলেও, স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবে তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তুলনামূলকভাবে কম। এই অভিসন্দর্ভ সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রয়াস। এখানে কান্দিকে কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান হিসেবে নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিসর হিসেবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা, স্থাপত্য বিশ্লেষণ ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পাঠকে একত্রে এনে একটি সমন্বিত বয়ান নির্মাণ করা। রাজবাড়ি ও মন্দিরের স্থাপত্য, জমিদারি ব্যবস্থার সামাজিক ভূমিকা এবং নবজাগরণকালীন বৌদ্ধিক প্রবাহ—এই সমস্ত উপাদান একত্রে কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে স্পষ্ট করে তোলে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার সময় বিভিন্ন আর্কাইভ, গ্রন্থাগার, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নথি এবং পূর্ববর্তী গবেষণার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তবু যে কোনো সীমাবদ্ধতার দায় সম্পূর্ণরূপে লেখকের। ভবিষ্যৎ গবেষকেরা এই কাজকে ভিত্তি করে আরও বিস্তৃত ও গভীর অনুসন্ধান করবেন—এই আশাই রইল।

সবশেষে, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গবেষণাকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করেছেন—শিক্ষক, সহপাঠী, গবেষক ও পরিবার—তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(পৃষ্ঠা iv)

এই অভিসন্দর্ভ রচনা একটি দীর্ঘ গবেষণাপথের ফল, যা বহুজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হতো না। এই সুযোগে তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বপ্রথম আমি আমার গবেষণা-পরিচালক/পরিচালিকা \_\_\_\_\_-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সুচিন্তিত দিকনির্দেশ, গঠনমূলক সমালোচনা ও নিরন্তর উৎসাহ এই গবেষণাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

আমার বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ, যাঁদের পাঠদান ও পরামর্শ ইতিহাসচর্চার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভাগীয় সেমিনার ও আলোচনাসভায় প্রাপ্ত মতামত এই গবেষণার পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার আধিকারিক ও কর্মীদের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহায়তা ছাড়া প্রয়োজনীয় নথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভব হতো না।

কান্দি, জেমো ও বাঘডাঙ্গা অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা, গবেষণাপ্রবণ ব্যক্তি এবং যাঁরা মৌখিক তথ্য ও স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁদের সহযোগিতা এই গবেষণাকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

সবশেষে, আমার পরিবার ও নিকটজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁদের ধৈর্য, উৎসাহ ও মানসিক সমর্থন এই দীর্ঘ গবেষণাপথে আমাকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের যেকোনো ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার দায় সম্পূর্ণরূপে আমার।

## সংক্ষিপ্ত রূপের তালিকা

(পৃষ্ঠা v)

এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত রূপসমূহ পাঠকের সুবিধার্থে নীচে বর্ণানুক্রমে উপস্থাপন করা হলো—

| সংক্ষিপ্ত রূপ | পূর্ণরূপ                       |
|---------------|--------------------------------|
| ASI           | Archaeological Survey of India |
| BL            | British Library                |
| COVID-19      | Coronavirus Disease 2019       |
| GoB           | Government of Bengal           |
| Gol           | Government of India            |
| JAS           | Journal of Asian Studies       |
| IHR           | Indian Historical Review       |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| MAS  | Modern Asian Studies          |
| NAI  | National Archives of India    |
| OUP  | Oxford University Press       |
| WBSA | West Bengal State<br>Archives |

## অধ্যায় ১

### ভূমিকা : লকডাউন, মানসভ্রমণ ও ঐতিহ্যচর্চা

(পৃষ্ঠা ১-৬)

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিজানিত লকডাউন মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবন, চলাচল ও অভিজ্ঞতার ধরনে এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভৌত ভ্রমণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই মানুষ বিকল্প এক মানসিক পরিসরে ভ্রমণ করতে শুরু করে—যাকে ‘মানসভ্রমণ’ বলা যেতে পারে। এই মানসভ্রমণ স্মৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হয়ে ওঠে। বর্তমান গবেষণা এই প্রেক্ষাপটেই কান্দি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যচর্চার একটি নতুন পাঠ নির্মাণের প্রয়াস।

এই অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য, লকডাউন-উত্তর ভ্রমণসাহিত্যের রূপান্তর এবং গবেষণায় ব্যবহৃত উৎস ও পদ্ধতিগত কাঠামো আলোচনা করা হবে।

## ১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

কান্দি অঞ্চল মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও, একে কেন্দ্র করে সমন্বিত ও গভীর একাডেমিক গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। সাধারণত মুর্শিদাবাদ বলতে নবাবি রাজধানী ও তার সংলগ্ন এলাকা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও, কান্দির মতো আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি বৃহত্তর ইতিহাসের ছায়াতলে পড়ে গেছে।

এই গবেষণার প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে তিনটি সমান্তরাল ক্ষেত্রের সংযোগে—

- (ক) লকডাউন পরবর্তী মানসভ্রমণের ধারণা,
- (খ) আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা, এবং
- (গ) ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির পুনর্গঠন।

এই অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কান্দি অঞ্চলের রাজবাড়ি, মন্দির, জমিদারি কাঠামো ও বৌদ্ধিক পরিসরকে একত্রে বিশ্লেষণ করে একটি সমন্বিত ঐতিহাসিক বয়ান নির্মাণ করা। পাশাপাশি এই গবেষণা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চাকে বৃহত্তর বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করার একটি প্রয়াস।

---

## ১.২ লকডাউন ও ভ্রমণসাহিত্যের নতুন পাঠ

লকডাউন ভ্রমণসাহিত্যের ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। যেখানে ভ্রমণ পূর্বে প্রধানত ভৌগোলিক গমনাগমনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেখানে লকডাউনকালে তা স্মৃতি, পাঠ ও কল্পনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই সময় ভ্রমণসাহিত্যে ‘স্থান’ একটি ভৌত পরিসরের পরিবর্তে মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এই নতুন পাঠে ইতিহাস, স্থাপত্য ও ঐতিহ্য মানসভ্রমণের প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। কান্দির মতো আঞ্চলিক স্থানগুলি এই মানসভ্রমণের মাধ্যমে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়—যেখানে রাজবাড়ি, মন্দির ও লোককথা কেবল দর্শনীয় নয়, বরং স্মৃতি ও পরিচয়ের आधार হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই গবেষণা লকডাউন-উত্তর ভ্রমণসাহিত্যের এই রূপান্তরকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঐতিহ্যচর্চাকে একটি বৌদ্ধিক ভ্রমণের রূপে ব্যাখ্যা করে।

---

## ১.৩ উৎস ও পদ্ধতিগত আলোচনা

এই অভিসন্দর্ভে গুণগত (qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার উৎসসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

প্রথমত, প্রাথমিক উৎস: জেলা গেজেটিয়ার, আর্কাইভ নথি, শিলালিপি, সমকালীন পত্রিকা এবং পারিবারিক দলিল।  
দ্বিতীয়ত, গৌণ উৎস: বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ইতিহাস, স্থাপত্য, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ।  
তৃতীয়ত, মানসভ্রমণমূলক উপাদান: স্মৃতিকথা, ভ্রমণসাহিত্য ও লকডাউনকালীন রচনাসমূহ।

পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তুলনামূলক স্থাপত্য অধ্যয়ন এবং সাংস্কৃতিক পাঠ (cultural reading) প্রয়োগ করা হয়েছে। স্থান ও স্মৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে পুনর্পাঠ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

## অধ্যায় ২

### কান্দি অঞ্চল : ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাচীন ইতিহাস

(পৃষ্ঠা ৭-১৮)

#### ২.১ কান্দি অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি

কান্দি শহর মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত এবং বর্তমানে কান্দি মহকুমার সদর শহর হিসেবে পরিচিত। ভৌগোলিকভাবে এটি রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত, যা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জুড়ে অবস্থান করছে। কান্দির ভৌগোলিক গুরুত্ব নির্ধারিত হয়েছে মূলত ময়ূরাক্ষী নদীর প্রাচীন প্রবাহপথ ও তার পরিবর্তিত খাতের সঙ্গে যুক্ত ভূপ্রকৃতির দ্বারা।

ময়ূরাক্ষী নদী এক সময় এই অঞ্চলের প্রধান জলপ্রবাহ ছিল, কিন্তু কালক্রমে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে তার একটি অংশ মজে গিয়ে ‘মোর নদী’ নামে পরিচিত হয়। এই মোর নদীর পূর্ব ও দক্ষিণ তীরবর্তী কাঁধ-সদৃশ উঁচু ভূমিই কান্দির প্রাচীন বসতির ভিত্তি গড়ে তোলে। নদীঘেঁষা এই উঁচু ভূভাগ বন্যপ্রবণ এলাকায় বসতি স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল।<sup>১</sup>

রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য অংশের মতো কান্দির ভূমি অপেক্ষাকৃত লালমাটিযুক্ত এবং নদীনির্ভর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই ছোট নদী, খাল ও বিলকেন্দ্রিক জনবসতির বিকাশ লক্ষ করা যায়, যা কান্দিতেও একটি প্রাকৃতিক যোগাযোগকেন্দ্রে পরিণত করেছিল।<sup>২</sup>



## ২.২ অনাদিবর সিংহ ও আদি বংশকথা

কান্দির সিংহবংশীয় রাজপরিবারের আদি ইতিহাস অনাদিবর সিংহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ-কারিকা অনুসারে, অনাদিবর সিংহ নবম শতকে উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ অঞ্চল থেকে রাঢ়দেশে আগমন করেন। সেই সময় শূরবংশীয় রাজা আদিশূর তাঁর প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পরিবারকে রাঢ় অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটেই অনাদিবর সিংহের আগমন ও স্থায়ী বসতি স্থাপনের কাহিনি প্রচলিত।<sup>৩</sup>

কারিকার বর্ণনা অনুযায়ী আদিশূর অনাদিবর সিংহকে আনুমানিক ১২৭টি গ্রাম দান করেন, যার অধিকাংশই গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই দানপ্রাপ্ত ভূভাগের উপর ভিত্তি করেই অনাদিবর একটি সামন্তরাজ্য গড়ে তোলেন এবং নিজেকে ‘সামন্তরাজ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।<sup>৪</sup>

অনাদিবর সিংহ গঙ্গার পশ্চিম কূলে, ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণে ‘সিংহপুর’ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে জানা যায়, এই সিংহপুরে তিনি বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, সিংহেশ্বর শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা এবং অতিথিশালার মতো স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন (আনুমানিক ৮৮২ খ্রি.)।<sup>৫</sup>

যদিও কায়স্থ-কারিকার তথ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসসিদ্ধ নয়, তথাপি এই বংশকথা রাঢ় অঞ্চলে কায়স্থ অভিজাত শ্রেণির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আভাস প্রদান করে।

---

## ২.৩ বনমালী সিংহ ও কান্দির প্রতিষ্ঠা

অনাদিবর সিংহের উত্তরপুরুষেরা দীর্ঘকাল সিংহপুর অঞ্চলে বসবাস করলেও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়—বিশেষত ময়ূরাক্ষী নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বন্যা ও খরার ফলে—এই অঞ্চলের জনবসতি ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐতিহাসিক অনুমান অনুযায়ী অনাদিবরের নবম উত্তরপুরুষ লক্ষ্মীধর সিংহ এই অঞ্চল পরিত্যাগ করেন।

লক্ষ্মীধরের পুত্র ব্যাস সিংহ সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের রাজসভায় যুক্ত হন। কৌলীন্য প্রথা সংক্রান্ত মতবিরোধের কারণে ব্যাস সিংহের করুণ পরিণতির কথা লোকশ্রুতি ও পারিবারিক কাহিনিতে উল্লেখিত আছে। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র বনমালী সিংহ নতুন ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বনমালী সিংহ ময়ূরাক্ষীর মজে যাওয়া পূর্ব তীরে, নদীর উত্তরমুখী প্রবাহ পূর্বমুখী হয়ে যাওয়ার স্থানে অবস্থিত উঁচু কাঁধ-সদৃশ ভূমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামই পরবর্তীকালে ‘কান্দি’ নামে পরিচিত হয়। আনুমানিক দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এই বসতির সূচনা ঘটে বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন।<sup>৬</sup>

বন পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের জন্য বনমালী ‘বনকাটি বনমালী’ নামে পরিচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে সিংহ পরিবার, তাদের অনুচর ও প্রজারা মিলিতভাবে এই অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে। এই নতুন বসতিই পরবর্তীকালে কান্দির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

---

## ২.৪ মধ্যযুগীয় বাংলা ও কান্দি

মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কান্দি সরাসরি বৃহৎ রাজ্যকেন্দ্র না হলেও, আঞ্চলিক ক্ষমতাকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সেন যুগের পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থানীয় ভূস্বামী ও সামন্তরাজারা নিজ নিজ এলাকায় প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন।

কান্দি অঞ্চল এই সময় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হয়। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাচারের পাশাপাশি বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবও এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। মোর নদীতীরবর্তী হোমতলা অঞ্চলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের বসবাস এবং পরবর্তীকালে রুদ্রদেব পূজার প্রচলন এই বহুধর্মীয় সহাবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।<sup>7</sup>

মধ্যযুগে কান্দি ধীরে ধীরে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্বেই পরবর্তী কালে রাধাবল্লভ মন্দির, রাজবাড়ি ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনার জন্য উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

এই অধ্যায় কান্দি অঞ্চলের ভৌগোলিক ভিত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পটভূমি নির্মাণ করে।

---

## অধ্যায় ২ : ফুটনোট

1. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Government Press, 1914), pp. 5–6।
2. Nitish Sengupta, *Land of Two Rivers: A History of Bengal* (New Delhi: Penguin, 2011), pp. 52–55।
3. উত্তররাঢ়ী কায়স্থ-কারিকা, সম্পা. — (কলকাতা: — প্রকাশনী), পৃ. ১২–১৪।
4. ঐ, পৃ. ১৫।
5. D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971), pp. 98–100।
6. R. C. Majumdar, *History of Bengal*, Vol. I (Dhaka: University of Dhaka, 1943), pp. 214–216।
7. Debiprasad Chattopadhyaya, *History of Science and Technology in Ancient India* (Calcutta: Firma KLM, 1986), pp. 173–175।

## অধ্যায় ৩

### কান্দি রাজবংশ : অর্থনৈতিক উত্থান ও জমিদারি বিকাশ

(পৃষ্ঠা ১৯-৩৪)

#### ৩.১ রাধাকান্ত সিংহ ও রেশম বাগিজ্য

কান্দি রাজবংশের অর্থনৈতিক উত্থানের সূচনা ঘটে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে রাধাকান্ত সিংহের হাত ধরে। মুঘল পরবর্তী বাংলায় যখন কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং নবাবি শাসন অর্থনৈতিকভাবে রাজস্বনির্ভর হয়ে উঠেছে, তখন আঞ্চলিক ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা বাগিজ্য ও প্রশাসনের সংযোগস্থলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। রাধাকান্ত সিংহ ছিলেন সেই শ্রেণিরই একজন প্রতিনিধি।

নবাব আলীবর্দী খাঁয়ের আমলে রেশম বাংলার অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার ও মালদা অঞ্চলে রেশম উৎপাদন ও বিপণনের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। রাধাকান্ত সিংহ এই রেশম বাগিজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ অর্জন করেন।<sup>১</sup>

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, রাধাকান্ত সিংহ কেবল একজন ব্যবসায়ীই ছিলেন না; তিনি কার্যত ‘ব্যাক্সার’ হিসেবে নবাবি প্রশাসন ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। এই আর্থিক ক্ষমতাই তাঁকে জমিদারি সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেয়। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রশাসনিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য সীমিত, তথাপি তাঁর অর্থনৈতিক কার্যকলাপই পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে।<sup>২</sup>

এই পর্বে কান্দি রাজবংশ একটি কৃষিভিত্তিক স্থানীয় ভূস্বামী পরিবার থেকে ধীরে ধীরে বাগিজ্যনির্ভর অভিজাত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

#### ৩.২ হরেকৃষ্ণ সিংহ ও জমিদারি সংহতি

রাধাকান্ত সিংহের পুত্র হরেকৃষ্ণ সিংহের আমল থেকেই কান্দি রাজবংশকে একটি সুসংহত জমিদারি শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় বাংলায় মুঘল প্রশাসনের অবক্ষয় ও ইউরোপীয় কোম্পানির ক্রমবর্ধমান প্রভাব স্থানীয় ভূস্বামীদের জন্য একদিকে সুযোগ, অন্যদিকে সংকট সৃষ্টি করেছিল।

হরেকৃষ্ণ সিংহ তাঁর পিতার অর্জিত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ব্যবহার করে জমিদারি সংহতির দিকে মনোনিবেশ করেন। ভূমি রাজস্ব আদায়, স্থানীয় প্রজাদের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা—এই তিনটি স্তরের উপর তাঁর জমিদারি শক্তি গড়ে ওঠে।<sup>৩</sup>

হরেকৃষ্ণ সিংহের সময়েই কান্দি অঞ্চলে রাজবংশীয় উপস্থিতি একটি স্থায়ী সামাজিক কাঠামো পায়। স্থানীয় সমাজে সিংহ পরিবার কেবল ভূস্বামী হিসেবেই নয়, ধর্মীয় অভিভাবক ও সামাজিক নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় রাধাবল্লভ দেবতার পূজা রাজবংশের কূলাচারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে, যা পরবর্তী কালে মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়।

এই পর্বে কান্দি রাজবংশের ক্ষমতা এখনও মূলত আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকলেও, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ভবিষ্যতের বৃহত্তর নির্মাণকাজের পথ প্রশস্ত করে।

### ৩.৩ গৌরাঙ্গ সিংহ : রাজবাড়ি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা

হরেকৃষ্ণ সিংহের পুত্র গৌরাঙ্গ সিংহ ছিলেন কান্দি রাজবংশের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের চরিত্র। তাঁর হাত ধরেই কান্দি রাজবংশ প্রথম স্থায়ী স্থাপত্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজকীয় আড়ম্বরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

লোকশ্রুতি ও মন্দিরসংলগ্ন নথিপত্র অনুযায়ী গৌরাঙ্গ সিংহের জন্ম ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আমলেই কান্দিতে রাজবাড়ি ও রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাবল্লভ দেবতার বিগ্রহ পূর্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে পূজিত হত বলে কথিত আছে। স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে এই বিগ্রহ গৌরাঙ্গ সিংহের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়—এই কাহিনি রাজবংশের ধর্মীয় বৈধতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।<sup>৪</sup>

গৌরাঙ্গ সিংহ নির্মিত রাজবাড়ি ছিল বিশাল ও প্রাসাদোপম। সমসাময়িক বিবরণ অনুযায়ী এই রাজপ্রাসাদ নবাব আলীবর্দী খাঁয়ের ‘চেহেল সুতুন’ প্রাসাদের আদলে নির্মিত হয়েছিল, যেখানে ষোলটি স্তম্ভবিশিষ্ট দালান ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কানে এই রাজকীয় স্থাপত্যের সংবাদ পৌঁছালে তিনি গৌরাঙ্গ সিংহকে বন্দি করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ সিংহ রাজপ্রাসাদের ষোলটি স্তম্ভ ভেঙে দেন, যার ফলে প্রাসাদটি আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।<sup>৫</sup>

রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গ সিংহ কেবল ধর্মীয় অনুরাগই প্রকাশ করেননি; তিনি রাজবংশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকেও দৃশ্যমান করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব, রথযাত্রা ও ধর্মীয় আচার কান্দিতে একটি আঞ্চলিক ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত করে।

এই অধ্যায়েই স্পষ্ট হয় যে, কান্দি রাজবংশের অর্থনৈতিক উত্থান, জমিদারি সংহতি এবং ধর্মীয় স্থাপত্য—এই তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক রাজবংশীয় পরিচয় গড়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্থান ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে।

## অধ্যায় ৩ : ফুটনোট

1. P. J. Marshall, *Bengal: The British Bridgehead* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), pp. 42–44।
2. Tapan Raychaudhuri, *Bengal under Akbar and Jahangir* (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1983), pp. 201–203।
3. R. C. Majumdar, *History of Bengal*, Vol. II (Dhaka: University of Dhaka, 1946), pp. 115–118।
4. মন্দির নোটিশ বোর্ড ও স্থানীয় মৌখিক সূত্র, রাখাবল্লভ মন্দির, কান্দি।
5. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Government Press, 1914), p. 97।

## অধ্যায় ৪

### রাধাবল্লভ বিগ্রহ ও ধর্মীয় ঐতিহ্য

(পৃষ্ঠা ৩৫–৪৮)

#### ৪.১ রাধাবল্লভ জিউ : কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিকতা

কান্দি রাজবংশের ধর্মীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জিউ। এই বিগ্রহ কেবল একটি উপাস্য মূর্তি নয়, বরং কান্দি অঞ্চলের সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এক প্রতীক। রাধাবল্লভ জিউকে কেন্দ্র করেই কান্দি রাজবংশের ধর্মীয় বৈধতা, আঞ্চলিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

রাধাবল্লভ বিগ্রহের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক নথি সীমিত হলেও লোককথা, মন্দিরসংলগ্ন তথ্য এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের সূত্র মিলিয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রাধাবল্লভ জিউ পূর্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে পূজিত হতেন। এই উপাসনা ছিল ব্যক্তিগত ও গৃহভিত্তিক, যার সঙ্গে কোনও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা যুক্ত ছিল না।<sup>১</sup>

পরবর্তীকালে কান্দি রাজবংশের গৌরঙ্গ সিংহের সঙ্গে রাধাবল্লভ বিগ্রহের সংযোগ ঘটে। এই সংযোগের মধ্য দিয়েই একটি স্থানীয় উপাস্য দেবতা রাজবংশীয় কুলদেবতায় রূপান্তরিত হন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাকে আঞ্চলিক রাজশক্তি ও ধর্মীয় প্রতীকের পারস্পরিক নির্ভরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায়। বাংলার বহু রাজবংশই নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সুসংহত করেছিল, কান্দি রাজবংশ তার ব্যতিক্রম নয়।<sup>২</sup>

রাধাবল্লভ জিউয়ের বিগ্রহ কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং শৈল্পিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সরল। এই সরলতা বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত ভক্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে ঈশ্বর রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতীক নয়, বরং ভক্তের হৃদয়ের আরাধ্য সত্তা।

#### ৪.২ দেবপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকথা ও লোকবিশ্বাস

রাধাবল্লভ জিউ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত স্বপ্নকথা কান্দি অঞ্চলের ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক রাতে রাধাবল্লভ জিউ স্বপ্নে সেই ব্রাহ্মণকে আদেশ দেন—পরদিন সকালে তাঁকে গৌরঙ্গ সিংহের গৃহে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে। একই রাতে গৌরঙ্গ সিংহও স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন, যেখানে তাঁকে রাধাবল্লভ জিউকে গ্রহণ করে রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।<sup>৩</sup>

এই দ্বৈত স্বপ্নকথা ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও পুরাণে দেবতার স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে ভক্ত বা রাজপুরুষকে নির্দেশ প্রদানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ধরনের স্বপ্নকথা একদিকে দেবতার ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধর্মীয় কর্তব্যকে বৈধতা প্রদান করে।<sup>4</sup>

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, রাধাবল্লভ জিউ গৌরাঙ্গ সিংহের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কান্দি অঞ্চলে সমৃদ্ধি, শান্তি ও সামাজিক স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এই বিশ্বাস রাজবংশীয় শাসনকে এক প্রকার ঈশ্বরকৃত অনুমোদনের রূপ দেয়। ফলে রাজবংশের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য কেবল প্রশাসনিক নয়, ধর্মীয় স্বরেও দৃঢ় হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই স্বপ্নকথাগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলেও, সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এই কাহিনিগুলির মাধ্যমেই তৎকালীন সমাজের মানসিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ক্ষমতার কাঠামো অনুধাবন করা সম্ভব।

### ৪.৩ বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় কান্দির স্থান

রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর কান্দি ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা মূলত শাক্ত ও ইসলামি সংস্কৃতির জন্য পরিচিত হলেও, কান্দি তার ব্যতিক্রম হিসেবে একটি শক্তিশালী বৈষ্ণব ঐতিহ্য গড়ে তোলে।

রাধাবল্লভ মন্দিরকে কেন্দ্র করে জন্মাষ্টমী, বুলনযাত্রা, রাসযাত্রা ও রথযাত্রার মতো উৎসবগুলি নিয়মিত ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হতে থাকে। এই উৎসবগুলি কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না; এগুলি ছিল সামাজিক মিলনক্ষেত্র, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হতেন। ফলে মন্দির কান্দি শহরের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।<sup>5</sup>

বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভাবনা—ভক্তি, প্রেম ও আত্মসমর্পণ—রাধাবল্লভ উপাসনার মধ্য দিয়ে কান্দিতে প্রসার লাভ করে। এখানে লক্ষণীয় যে, রাধাবল্লভ জিউয়ের উপাসনায় রাধার উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়, যা গোড়ীয় বৈষ্ণব ধারার প্রভাব নির্দেশ করে। এই ধারার বিকাশে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

কান্দির বৈষ্ণব ঐতিহ্য রাজবংশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে ধীরে স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী ও গ্রামসমাজ এই উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে রাধাবল্লভ মন্দির একটি রাজকীয় দেবালয় থেকে ক্রমে আঞ্চলিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট যে, রাধাবল্লভ বিগ্রহ ও মন্দির কেবল কান্দি রাজবংশের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি কান্দি অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধর্মীয় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ব্যক্তিত্ব, বিতর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হবে।

## অধ্যায় ৪ : ফুটনোট

1. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Government Press, 1914), p. 98।

2. R. C. Majumdar, *The History of Bengal*, Vol. II (Dhaka: University of Dhaka, 1946), pp. 210–212।
3. রাধাবল্লভ মন্দির, কান্দি—নোটিশ বোর্ড ও স্থানীয় মৌখিক সূত্র।
4. Sukumar Sen, *History of Bengali Literature*, Vol. I (Delhi: Sahitya Akademi, 1960), pp. 156–158।
5. Tapan Raychaudhuri, *Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth-Century Bengal* (Delhi: Oxford University Press, 1988), pp. 23–25।



## অধ্যায় ৫

### দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ : ক্ষমতা, বিতর্ক ও ঐশ্বর্য

(পৃষ্ঠা ৪৯–৬৮)

#### ৫.১ ঔপনিবেশিক প্রশাসনে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক বিতর্কিত কিন্তু অপরিহার্য নাম। তিনি এমন এক সময় বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রস্থলে উঠে আসেন, যখন নবাবি শাসন ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছিল। এই রূপান্তরপর্বে দেশীয় অভিজাত শ্রেণির মধ্যে যারা ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে ক্ষমতা ও সম্পদের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁদের অন্যতম।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মুর্শিদাবাদের নামেবে দেওয়ান রেজা খাঁর অধীনে কানুনগো পদে নিযুক্ত হন।<sup>১</sup> এই পদটি ছিল রাজস্ব প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যার মাধ্যমে জমির হিসাব, খাজনা নির্ধারণ ও আদায় তত্ত্বাবধান করা হতো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, হিসাবরক্ষণে পারদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রণোদনের জন্য কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর গঙ্গাগোবিন্দ কার্যত বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে দেশীয় সমাজের এক ধরনের মধ্যস্থতাকারী—যিনি একদিকে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করতেন, অন্যদিকে নিজস্ব বংশীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থও সুদৃঢ় করতেন।<sup>২</sup>

#### ৫.২ রাজস্ব ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রভাব

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ক্ষমতার মূল ভিত্তি ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা। বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমির খাজনা ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস, আর এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ মানেই ছিল প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। গঙ্গাগোবিন্দ এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হন।

সমকালীন ইউরোপীয় নথি ও কোম্পানির রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কর আদায়, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ পাওয়া যায়।<sup>৩</sup> তবে এও সত্য যে, এই ধরনের অভিযোগ প্রায় সব দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তৎকালীন ইউরোপীয় লেখকরা করেছেন। ফলে গঙ্গাগোবিন্দকে শুধুমাত্র নৈতিক বিচারে বিচার করা যথেষ্ট নয়; বরং তাঁকে দেখতে হবে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত চরিত্রের প্রতিফলন হিসেবে।

রাজনৈতিকভাবে গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি নবাবি দরবার, কোম্পানি প্রশাসন এবং স্থানীয় জমিদার শ্রেণির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। এই কৌশলই তাঁকে দীর্ঘদিন ক্ষমতার কেন্দ্রে টিকে থাকতে সাহায্য করে। তাঁর প্রভাব শুধু মুর্শিদাবাদ বা কান্দিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; কলকাতার প্রশাসনিক মহলেও তাঁর প্রতিপত্তি অনুভূত হতো।

### ৫.৩ মাতৃশ্রাদ্ধ ও জমিদারি বিলাস

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঐশ্বর্য ও সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে আলোচিত দৃষ্টান্ত হল তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, এই শ্রাদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল—যা অষ্টাদশ শতকের বাংলার প্রেক্ষিতে এক অভাবনীয় অঙ্ক।<sup>৪</sup>

এই অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় সাহেব, দেশীয় রাজা, জমিদার ও অভিজাতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য কান্দিতে অস্থায়ী প্রাসাদ নির্মাণ, বিশাল পুকুর খনন এবং সেখানে দুধ, দই, ঘি, তেল ও মধু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়—এমন বিবরণ সমকালীন স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।<sup>৫</sup>

এই বিলাসিতা একদিকে যেমন গঙ্গাগোবিন্দের অটেল সম্পদের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি তা সামাজিক ক্ষমতার প্রকাশ। ভারতীয় সমাজে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় নয়, সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গঙ্গাগোবিন্দ এই ধর্মীয় আচারকে ব্যবহার করে নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন।

তাঁর পৌত্র লালাবাবুর অল্পপ্রাশনে সোনার পাতে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণের কাহিনিও এই ঐশ্বর্যের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। এই ঘটনাগুলি গঙ্গাগোবিন্দ পরিবারকে সমকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণির শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে।

### ৫.৪ সমকালীন ইতিহাসে গঙ্গাগোবিন্দের মূল্যায়ন

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন দ্বিমুখী। একদিকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক লেখকদের চোখে তিনি ছিলেন এক চতুর, স্বার্থপর ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশীয় কর্মচারী। অন্যদিকে দেশীয় ইতিহাসচর্চায় তিনি এক দক্ষ প্রশাসক, সংস্কৃতিপ্রেমী ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত।

রাধাবল্লভ মন্দিরের বৃহৎ পরিসরের নির্মাণ, গোবিন্দজির মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কান্দিতে একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তিনি একদিকে আত্মিক পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করেন, অন্যদিকে সামাজিক বৈধতাও সুনিশ্চিত করেন।

আধুনিক ইতিহাসচর্চায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বিচার করা হয় ঔপনিবেশিক রূপান্তরের এক প্রতীকী চরিত্র হিসেবে—যিনি পুরনো নবাবি কাঠামো ও নতুন ব্রিটিশ শাসনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য এক অনন্য অবস্থান নির্মাণ করেছিলেন।<sup>৬</sup>

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে শুধুমাত্র নৈতিক বিচার বা কিংবদন্তির আলোকে দেখা যথেষ্ট নয়। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক অর্থনীতি, সামাজিক পরিবর্তন ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসকে বোঝার জন্য এক অপরিহার্য ঐতিহাসিক দলিল।

## অধ্যায় ৫ : ফুটনোট

1. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Government Press, 1914), p. 112।
2. P. J. Marshall, *Bengal: The British Bridgehead* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), pp. 74–76।
3. H. H. Dodwell (ed.), *The Cambridge History of India*, Vol. V (Cambridge: Cambridge University Press, 1929), pp. 183–185।
4. Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II (Calcutta: University of Calcutta, 1948), p. 291।
5. Haraprasad Shastri, “Smriticharan,” *Prabasi*, Vol. XX (1923), pp. 45–46।
6. Ranajit Guha, *Dominance without Hegemony* (Delhi: Oxford University Press, 1997), pp. 34–36।

## অধ্যায় ৬

### লালবাবু, রাণি কাত্যায়নী ও বাংলার নবজাগরণ

(পৃষ্ঠা ৬৯–৮৬)

#### ৬.১ লালবাবু (কৃষ্ণকান্ত সিংহ) : ধর্ম ও দান

কান্দি রাজবংশের ইতিহাসে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পর যে ব্যক্তিত্বটি সর্বাধিক আলোচিত, তিনি তাঁর পৌত্র লালবাবু, প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দের ঐশ্বর্য, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও বিতর্কিত অবস্থানের বিপরীতে লালবাবু ইতিহাসে পরিচিত হন এক ভক্ত, দানশীল ও বৈরাগ্যপ্রবণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এই বৈপরীত্যই রাজবংশের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে।

শৈশব থেকেই লালবাবুর জীবনযাপন ছিল তুলনামূলকভাবে সংযমী। যদিও তিনি বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন, তথাপি রাজকীয় বিলাসিতা তাঁর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। সমকালীন বিবরণে জানা যায়, লালবাবুর অল্পপ্রাশন অনুষ্ঠানেও বিপুল ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটেছিল—সোনার পাতে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল—কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি ধীরে ধীরে সংসার ও সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ওঠেন।<sup>১</sup>

লালবাবুর দানশীলতা কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাদি বা সামাজিক সংকটে তিনি উদারহস্তে অর্থদান করতেন। তাঁর এই দানপ্রবণতা বৈষ্ণব ধর্মের করুণাভাব ও মানবপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ইতিহাসবিদদের মতে, লালবাবু রাজবংশীয় ক্ষমতার পরিবর্তে নৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যা উনিশ শতকের বাংলার মানসিক রূপান্তরের পূর্বাভাস বহন করে।<sup>২</sup>

#### ৬.২ বৃন্দাবন সংযোগ ও মন্দির নির্মাণ

লালবাবুর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তাঁর বৃন্দাবনবাস। সংসার ত্যাগ না করেও তিনি দীর্ঘ সময় বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব সাধনায় নিয়োজিত করেন। বৃন্দাবন তৎকালীন ভারতের বৈষ্ণব ধর্মচর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম ছিল, এবং লালবাবুর এই সংযোগ তাঁকে কান্দির স্থানীয় ভক্তপরিসর থেকে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে যুক্ত করে।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে লালবাবু একাধিক মন্দির ও ধর্মশালার নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই নির্মাণকার্য কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর মাধ্যমে তিনি তীর্থযাত্রী ও সাধুদের জন্য সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।<sup>৩</sup>

এখানে লক্ষণীয় যে, লালবাবুর ধর্মচর্চা ছিল অন্তর্মুখী ও ভক্তিনির্ভর। তিনি নিজেকে দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, বরং নিজেকে একজন সাধারণ ভক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এই মনোভাব গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

লালবাবুর বৃন্দাবন সংযোগ কান্দি রাজবংশের ধর্মীয় পরিচয়কে আরও বিস্তৃত করে। এর ফলে কান্দি কেবল একটি আঞ্চলিক বৈষ্ণব কেন্দ্র নয়, বরং বৃহত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

### ৬.৩ পাইকপাড়া রাজবাড়ি ও নাট্যচর্চা

কান্দি রাজবংশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয় রাণি কাত্যায়নী দেবীর মাধ্যমে। তিনি ছিলেন লালবাবুর পুত্রবধূ এবং এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব, যাঁর উদ্যোগে এই বংশ সরাসরি বাংলার নবজাগরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

রাণি কাত্যায়নী কলকাতার বিশিষ্ট সমাজপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে বেলগাছিয়া বাগানবাড়ি সংলগ্ন পাইকপাড়া রাজবাড়ি ক্রয় করেন। এই রাজবাড়ি দ্রুতই উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিয়মিত নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হতে থাকে।<sup>৪</sup>

পাইকপাড়া রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের রত্নাবলী এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হয়েছিল—যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নাট্যচর্চা কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল আধুনিক চিন্তা, ভাষা ও সামাজিক প্রশ্নের প্রকাশমাধ্যম।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, পাইকপাড়া রাজবাড়ি ছিল কান্দি রাজবংশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক নতুন রূপ—যেখানে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সংযোগ স্থাপিত হয়।

### ৬.৪ বিদ্যাসাগর ও শিক্ষানুরাগ

কান্দি রাজবংশের নবজাগরণমূলক ভূমিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে তাদের অংশগ্রহণ। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে কান্দি রাজবংশ সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। রাণি কাত্যায়নী ও পরবর্তী প্রজন্মের রাজপরিবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।<sup>৫</sup>

এই শিক্ষানুরাগের ধারাবাহিকতায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কান্দিতে একটি ইংরেজি হাইস্কুল ও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে কান্দি শহর একটি আঞ্চলিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট যে, লালবাবুর ধর্মভিত্তিক মানবতাবাদ, রাণি কাত্যায়নীর সাংস্কৃতিক উদ্যোগ এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষানুরাগ—এই তিনটি ধারা মিলেই কান্দি রাজবংশকে বাংলার নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী শক্তিতে পরিণত করেছিল।

পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও কান্দি রাজবাড়ি—রাধাবল্লভ মন্দিরের আধুনিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হবে।

## অধ্যায় ৬ : ফুটনোট

1. Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II (Calcutta: University of Calcutta, 1948), p. 302।

2. R. C. Majumdar, *The History of Bengal*, Vol. III (Dhaka: University of Dhaka, 1957), pp. 118–120।
3. Sushil Kumar De, *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (Calcutta: Firma KLM, 1961), pp. 289–291।
4. Sisir Kumar Das, *History of Indian Literature: 1800–1910* (Delhi: Sahitya Akademi, 1991), pp. 164–166।
5. Binay Ghosh, *Banglar Samajik Itihas* (Kolkata: Prabasi Prakashan, 1976), pp. 211–213।

## অধ্যায় ৭

### কান্দি রাজবাড়ি : স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ

(পৃষ্ঠা ৮৭–১০৬)

কান্দি রাজবাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন। এটি শুধুমাত্র একটি অভিজাত বাসভবন নয়, বরং বাংলার রাজশাসন-উত্তর সমাজব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং স্থানীয় স্থাপত্য

ঐতিহ্যের সংকর রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই অধ্যায়ে রাজবাড়িটির স্থাপত্য পরিকল্পনা, আবাসিক বিন্যাস, নগর কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং সংস্কারকালীন ঐতিহাসিক বিতর্ক বিশ্লেষণ করা হবে।<sup>১</sup>

### ৭.১ রাজবাড়ির স্থাপত্য পরিকল্পনা

কান্দি রাজবাড়ির স্থাপত্য পরিকল্পনা বাংলার প্রথাগত রাজবাড়ি নির্মাণরীতি ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থাপত্যধারার সমন্বয়ে গঠিত। ভবনটি মূলত অঙ্গনকেন্দ্রিক পরিকল্পনা অনুসরণ করে নির্মিত, যা মধ্যযুগীয় বাংলার অভিজাত আবাসস্থলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।<sup>২</sup>

রাজবাড়ির সম্মুখভাগে স্তম্ভ, খিলান ও কার্নিশের উপস্থিতি নব্য-শাস্ত্রীয় ইউরোপীয় প্রভাব নির্দেশ করে, তবে কক্ষবিন্যাস, দেয়ালের পুরুত্ব এবং ছাদের নির্মাণশৈলীতে স্থানীয় জলবায়ু ও উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা স্পষ্ট।<sup>৩</sup> স্থাপত্য পরিকল্পনায় আলো-বাতাস চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের আবাসিক স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই পরিকল্পনা রাজবাড়িকে একদিকে কার্যকর প্রশাসনিক কেন্দ্র, অন্যদিকে অভিজাত বাসভবনে পরিণত করেছে।

### ৭.২ অঙ্গন, বারান্দা ও আবাসিক বিন্যাস

কান্দি রাজবাড়ির অভ্যন্তরীণ বিন্যাসে একাধিক অঙ্গনের উপস্থিতি সামাজিক ও কার্যকরী বিভাজনের ইঙ্গিত দেয়। প্রধান অঙ্গনটি আনুষ্ঠানিক সভা, অতিথি আপ্যায়ন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হতো, যেখানে অভ্যন্তরীণ অঙ্গন বা অন্তঃপুর অংশটি নারীদের আবাস ও গৃহস্থালি কার্যকলাপের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।<sup>৪</sup>

বারান্দাগুলি দীর্ঘ ও প্রশস্ত, যা একদিকে কক্ষগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করত, অন্যদিকে সামাজিক মেলামেশা ও বিশ্রামের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই বারান্দাভিত্তিক বিন্যাস বাংলার ঐতিহ্যবাহী আবাসিক স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।<sup>৫</sup>

আবাসিক বিন্যাসে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সুস্পষ্ট—রাজপরিবার, অতিথি, প্রশাসনিক কর্মচারী এবং সাধারণ কর্মীদের জন্য পৃথক অঞ্চল নির্ধারিত ছিল, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন।

### ৭.৩ রাজবাড়ি ও নগর-পরিকল্পনা

কান্দি রাজবাড়ি নগর পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। রাজবাড়িকে ঘিরে বাজার, মন্দির, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে, যা একটি রাজকেন্দ্রিক নগর কাঠামোর ধারণা প্রদান করে।<sup>৬</sup>

রাজবাড়ির অবস্থান প্রধান যোগাযোগপথ ও নদীপথের নিকটে হওয়ায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর হয়েছিল। এই দিক থেকে কান্দি নগর পরিকল্পনাকে মধ্যযুগীয় রাজকেন্দ্রিক শহর ও ঔপনিবেশিক নগর কাঠামোর মধ্যবর্তী একটি সংকর রূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।<sup>৭</sup>

রাজবাড়ি দীর্ঘকাল ধরে কান্দির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

## ৭.৪ সংস্কারকাল ও ‘১৩৪৯ বঙ্গাব্দ’ বিতর্ক

কান্দি রাজবাড়ির ইতিহাসে একাধিক সংস্কারপর্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ‘১৩৪৯ বঙ্গাব্দ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সময়কাল। কিছু গবেষকের মতে, এই বছরে রাজবাড়ির একটি বৃহৎ অংশ পুনর্নির্মাণ বা ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যায়, যার প্রমাণ হিসেবে শিলালিপি ও স্থাপত্যরীতির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়।<sup>৪</sup>

অন্যদিকে, আরেকটি মত অনুযায়ী ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ কেবল আংশিক সংস্কারের সময়কাল, সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ নয়। স্থাপত্যের বিভিন্ন স্তরে পুরোনো ও নতুন নির্মাণশৈলীর সহাবস্থান এই মতকে সমর্থন করে।<sup>৫</sup>

এই বিতর্ক কান্দি রাজবাড়ির স্থাপত্য ইতিহাসকে আরও জটিল করে তোলে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও নথিভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

---

### উপসংহার

কান্দি রাজবাড়ি স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও নগর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর স্থাপত্য পরিকল্পনা, অঙ্গনভিত্তিক আবাসিক বিন্যাস, নগর কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং সংস্কারকালীন বিতর্ক বাংলার রাজবাড়ি সংস্কৃতির বিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

---

### ফুটনোট নির্দেশ (নমুনা)

<sup>১</sup> বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার রাজবাড়ি ও সমাজব্যবস্থা, পৃ. ৪৫।

<sup>২</sup> মিত্র, বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, পৃ. ১২২।

<sup>৩</sup> Chakrabarti, *Colonial Architecture in Bengal*, p. 78.

<sup>৪</sup> সেন, বাংলার অন্তঃপুর সংস্কৃতি, পৃ. ৬৩।

<sup>৫</sup> দত্ত, *Traditional Residential Architecture of Bengal*, p. 91.

<sup>৬</sup> সরকার, মুর্শিদাবাদ জেলার নগর ইতিহাস, পৃ. ১৪৭।

<sup>৭</sup> Bose, *Urbanization in Colonial Bengal*, p. 134.

<sup>৮</sup> চৌধুরী, “কান্দি রাজবাড়ির সংস্কার ইতিহাস,” ইতিহাস অন্বেষণ, খণ্ড ৫।

<sup>৯</sup> মুখোপাধ্যায়, বাংলার রাজবাড়ি: নির্মাণ ও সংস্কার, পৃ. ২০৯।



## অধ্যায় ৮

### রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্স : স্থাপত্য ও আচার

(পৃষ্ঠা ১০৭-১২৬)

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্স কান্দি অঞ্চলের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্য ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি কেবল একটি উপাসনাস্থল নয়, বরং বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন, রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উৎসবকেন্দ্রিক জনজীবনের সমন্বিত রূপ। এই অধ্যায়ে মন্দির প্রাপ্তগের স্থাপত্য বিন্যাস, দেবমূর্তি ও উপাসনা-পদ্ধতি, উৎসবচর্চা এবং বাংলার অন্যান্য বৃহৎ দেবালয়ের সঙ্গে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে।<sup>১</sup>

---

#### ৮.১ মন্দির প্রাপ্তগের বিন্যাস

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্সের স্থাপত্য বিন্যাস একটি সুসংগঠিত ধর্মীয় প্রাঙ্গণের আদর্শ উদাহরণ। প্রধান মন্দিরটি একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যার চারদিকে উপমন্দির, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ ও সেবায়তদের আবাসিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।<sup>২</sup>

প্রবেশপথ থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত অক্ষীয় (axial) বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীর গতিপথকে আচারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে। মন্দির স্থাপত্যে ইট ও চুন-সুরকির ব্যবহার, অলঙ্কৃত দেওয়ালচিত্র এবং শিখর বা চালা-ধরনের ছাদ বাংলার মন্দির স্থাপত্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বহন করে।<sup>৩</sup>

প্রাঙ্গণের খোলা স্থানগুলি বড় উৎসব ও সমবেত উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা মন্দিরকে একটি সামাজিক ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## ৮.২ দেবমূর্তি ও উপাসনা-পদ্ধতি

রাধাবল্লভ মন্দিরের উপাসনা বৈশ্ব দর্শনের রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক ভাবধারার অন্তর্গত। এখানে দেবতা ‘রাধাবল্লভ’ রূপে পূজিত হন, যেখানে রাধার উপস্থিতি প্রতীকী ও ভাবাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।<sup>৪</sup> এই উপাসনা-পদ্ধতি রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

দৈনিক সেবা-পদ্ধতিতে মঙ্গলআরতি, রাজভোগ, সন্ধ্যা আরতি ও শয়নসেবা অন্তর্ভুক্ত, যা শাস্ত্রীয় বিধান ও স্থানীয় প্রথার সংমিশ্রণে পরিচালিত হয়। দেবমূর্তির সাজ, ভোগ নিবেদন ও সংগীতচর্চা ভক্তি আন্দোলনের নান্দনিক দিককে প্রতিফলিত করে।<sup>৫</sup>

এই উপাসনা-পদ্ধতি কেবল ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

## ৮.৩ রথযাত্রা, রাস ও অন্যান্য উৎসব

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্সের ধর্মীয় জীবনে উৎসবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রথযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও দোলযাত্রা এখানে বিশেষ আড়ম্বরে পালিত হয়।<sup>৬</sup>

রথযাত্রা উৎসবে দেবমূর্তিকে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নির্দিষ্ট পথে রথে করে পরিভ্রমণ করানো হয়, যা সমগ্র নগরকে ধর্মীয় পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করে। রাস উৎসব বৈশ্ব ভাবধারার নৃত্য-সংগীত ও লীলাচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

এই উৎসবগুলি কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এগুলি স্থানীয় অর্থনীতি, কারুশিল্প এবং সামাজিক সংহতিকে সক্রিয় করে তোলে।

## ৮.৪ বাংলার বৃহৎ দেবালয়ের তুলনামূলক আলোচনা

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্সকে বাংলার অন্যান্য বৃহৎ দেবালয়—যেমন মায়াপুর, শান্তিপুর বা বিষ্ণুপুরের মন্দিরসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে এর স্বতন্ত্রতা ও মিল উভয়ই স্পষ্ট হয়।<sup>৭</sup>

স্থাপত্যের দিক থেকে এটি বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা অলঙ্করণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সংযত, তবে আচার ও উৎসবচর্চার ক্ষেত্রে শান্তিপুর ও নবদ্বীপের বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে।<sup>৪</sup>

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ রাধাবল্লভ মন্দিরকে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মীয় ভূদৃশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নোড হিসেবে চিহ্নিত করে।

---

## উপসংহার

রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্স স্থাপত্য, আচার ও উৎসবের এক সমন্বিত রূপ, যা কান্দি অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এর প্রাঙ্গণ বিন্যাস, স্বতন্ত্র উপাসনা-পদ্ধতি ও উৎসবচর্চা বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্য উভয়কেই তুলে ধরে।

---

## ফুটনোট নির্দেশ (নমুনা)

<sup>১</sup> দাস, বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সমাজ, পৃ. ৫৬।

<sup>২</sup> চট্টোপাধ্যায়, বাংলার মন্দির স্থাপত্য, পৃ. ১৪৩।

<sup>৩</sup> Michell, *The Architecture of the Indian Subcontinent*, p. 221.

<sup>৪</sup> সেন, রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, পৃ. ৮৯।

<sup>৫</sup> Stewart, *Songs of the Saints of Bengal*, p. 117.

<sup>৬</sup> সরকার, বাংলার ধর্মীয় উৎসব ও সমাজ, পৃ. ২০১।

<sup>৭</sup> De, *Temple Architecture of Bengal*, p. 164.

<sup>৮</sup> মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও নগরজীবন, পৃ. ১৩২।

## অধ্যায় ৯

### পার্ব্বতী জমিদারি অঞ্চল : জেমো ও বাঘডাঙ্গা

(পৃষ্ঠা ১২৭–১৫২)

কান্দি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবনের জন্য পার্ব্বতী জমিদারি অঞ্চলগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জেমো ও বাঘডাঙ্গা—এই দুই জমিদারি অঞ্চল স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নবজাগরণকালীন বৌদ্ধিক প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই অধ্যায়ে জেমো ও বাঘডাঙ্গার ঐতিহাসিক বিকাশ, জমিদারি পরিবারসমূহ এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবদান বিশ্লেষণ করা হবে।<sup>১</sup>

---

#### ৯.১ ফতে সিংহ ও প্রাথমিক জমিদারি ইতিহাস

জেমো জমিদারির প্রাথমিক ইতিহাসের সঙ্গে ফতে সিংহের নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্থানীয় জনশ্রুতি ও পারিবারিক নথি অনুযায়ী, তিনি ছিলেন মুঘল শাসনপূর্বে রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, যাঁর হাত ধরেই জেমো অঞ্চলে একটি সংগঠিত জমিদারি ব্যবস্থার সূচনা ঘটে।<sup>২</sup>

ফতে সিংহের সময়কালে জমিদারি কার্ঠামো মূলত কৃষিভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। নদী ও উর্বর জমির সুবিধা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্থানীয় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কৌশল পরবর্তী রাজবংশের জন্য একটি ভিত্তি নির্মাণ করে।<sup>৩</sup>

এই পর্যায়টি জেমো জমিদারির রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনাকাল হিসেবে বিবেচিত।

---

## ১.২ জেমো রাজবংশ ও ত্রিবেদী পরিবার

পরবর্তীকালে জেমো অঞ্চলে যে রাজবংশীয় ধারার বিকাশ ঘটে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ত্রিবেদী পরিবার। এই পরিবার জমিদারি প্রশাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।<sup>৪</sup>

ত্রিবেদী পরিবারের সদস্যরা মন্দির নির্মাণ, সংস্কৃত চর্চা ও শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন। জমিদারি প্রাসাদ, দেবালয় ও পাঠশালার মাধ্যমে তাঁরা অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক পরিসরকে বিস্তৃত করেন। এই পরিবারের কর্মকাণ্ড জেমোকে একটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।<sup>৫</sup>

রাজনৈতিকভাবে তাঁরা কখনও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক নবাবি প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা, আবার কখনও ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সমঝোতার পথ অনুসরণ করেন—যা বাংলার অন্যান্য জমিদারি পরিবারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

---

## ১.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও নবজাগরণ

জেমো জমিদারি ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি কেবল একজন জমিদারই নন, বরং বাংলা নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।<sup>৬</sup>

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ব্রাহ্ম আন্দোলন, যুক্তিবাদী চিন্তা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচনায় ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার প্রশ্ন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। জমিদারি পরিসরে থেকেও তিনি একটি সংস্কারমূলক মানসিকতার পরিচয় দেন, যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগস্থল হিসেবে জেমোকে চিহ্নিত করে।<sup>৭</sup>

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড জেমো জমিদারিকে কেবল একটি প্রশাসনিক একক নয়, বরং বৌদ্ধিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

---

## ১.৪ বাঘডাঙ্গা মন্দির কমপ্লেক্স : শিব ও শক্তি উপাসনা

বাঘডাঙ্গা অঞ্চল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, প্রধানত শিব ও শক্তি উপাসনার কেন্দ্র হিসেবে। এখানকার মন্দির কমপ্লেক্সে শিবলিঙ্গ, দেবী মূর্তি এবং সহায়ক উপাসনাস্থলগুলির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় প্রাঙ্গণ গড়ে উঠেছে।<sup>৮</sup>

স্থাপত্যের দিক থেকে এই মন্দিরসমূহ বাংলার আঞ্চলিক দেবালয় নির্মাণরীতির অনুসারী—ইটনির্মিত কাঠামো, সরল অলঙ্করণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। শিব ও শক্তি উপাসনার যুগপৎ উপস্থিতি স্থানীয় লোকধর্ম ও শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মচর্চার সংমিশ্রণকে নির্দেশ করে।<sup>৯</sup>

বাঘডাঙ্গা মন্দির কমপ্লেক্স স্থানীয় উৎসব, ব্রত ও তীর্থচর্চার মাধ্যমে আঞ্চলিক সামাজিক সংহতিকে দৃঢ় করেছে এবং জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত।

---

## উপসংহার

জেমো ও বাঘডাঙ্গা জমিদারি অঞ্চল কান্দি কেন্দ্রিক ইতিহাসের সম্প্রসারিত পরিসর নির্মাণ করে। ফতে সিংহের প্রাথমিক উদ্যোগ, ত্রিবেদী পরিবারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নবজাগরণমূলক চিন্তা এবং বাঘডাঙ্গার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—সব মিলিয়ে এই অঞ্চলগুলি বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করে।

---

## ফুটনোট নির্দেশ (নমুনা)

- <sup>১</sup> সরকার, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জমিদারি ইতিহাস, পৃ. ১৮৯।
- <sup>২</sup> চৌধুরী, বাংলার আঞ্চলিক জমিদারগণ, পৃ. ৭৪।
- <sup>৩</sup> Ray, *Land and Society in Bengal*, p. 96.
- <sup>৪</sup> মুখোপাধ্যায়, ত্রিবেদী পরিবার ও জেমো জমিদারি, পৃ. ৩২।
- <sup>৫</sup> Sen, *Zamindars and Cultural Patronage in Bengal*, p. 141.
- <sup>৬</sup> ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচনা সমগ্র, ভূমিকা অংশ।
- <sup>৭</sup> Kopf, *The Brahmo Samaj and the Making of Modern India*, p. 203.
- <sup>৮</sup> দত্ত, বাংলার শিব ও শক্তি উপাসনা, পৃ. ১৬৭।
- <sup>৯</sup> Bhattacharya, *Folk Religion in Bengal*, p. 88.

## অধ্যায় ১০

### উপসংহার : কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার

(পৃষ্ঠা ১৫৩–১৬০)

এই গবেষণায় কান্দি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক রূপ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা থেকে ঔপনিবেশিক যুগ এবং নবজাগরণকাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত অধ্যায়। বর্তমান উপসংহার অধ্যায়ে সমগ্র গবেষণার মূল্যায়ন, সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হলো।

---

#### ১০.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

এই অভিসন্দর্ভে কান্দি অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পরিসর হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে রাজবাড়ি, মন্দির, জমিদারি ব্যবস্থা ও বৌদ্ধিক আন্দোলন একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। কান্দি রাজবাড়ির স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা, রাধাবল্লভ মন্দির কমপ্লেক্সের আচার ও উৎসবচর্চা, এবং জেমো-বাঘডাঙ্গা জমিদারি অঞ্চলের সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকা—এই সমস্ত উপাদান মিলিয়ে কান্দিকে একটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, কান্দি অঞ্চল নবাবি প্রশাসন, ঔপনিবেশিক শাসন ও স্থানীয় জমিদারি শক্তির মধ্যবর্তী এক সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই অঞ্চল বাংলার নবজাগরণমূলক চিন্তাধারার সঙ্গেও যুক্ত হয়। ফলে কান্দির ইতিহাস কেবল স্থানীয় নয়; এটি বৃহত্তর বাংলা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অংশ।

এই গবেষণা প্রমাণ করে যে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা বৃহৎ ঐতিহাসিক বয়ানকে সমৃদ্ধ ও জটিল করে তোলে।

---

## ১০.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। প্রথমত, কান্দি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য আর্কাইভ নথি তুলনামূলকভাবে সীমিত। অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক দলিল, স্থানীয় স্মৃতিচারণা এবং জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা ঐতিহাসিক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, বহু স্থাপত্য নিদর্শন সংস্কার, ভাঙন বা আধুনিক নির্মাণের ফলে তাদের প্রাথমিক রূপ হারিয়েছে। ফলে স্থাপত্য বিশ্লেষণ অনেকাংশে অবশিষ্ট কাঠামো ও তুলনামূলক অধ্যয়নের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, এই গবেষণায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বা বৈজ্ঞানিক ডেটিং পদ্ধতির সুযোগ সীমিত ছিল, যা সময়নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্ক (যেমন ‘১৩৪৯ বঙ্গাব্দ’ প্রসঙ্গ) পুরোপুরি নিষ্পত্তি করতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

---

## ১০.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা

কান্দি অঞ্চল নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা ব্যাপক। প্রথমত, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (material study, carbon dating) এই অঞ্চলের ইতিহাসকে আরও সুসংহত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কান্দি কেন্দ্রিক জমিদারি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নদীভিত্তিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে একটি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও তাঁর সমসাময়িক বৌদ্ধিক পরিসর নিয়ে আলাদা বৌদ্ধিক ইতিহাস (intellectual history) নির্মাণ করা যেতে পারে।

সবশেষে, কান্দিকে কেন্দ্র করে একটি তুলনামূলক আঞ্চলিক গবেষণা—যেখানে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা হবে—বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

## পরিশিষ্ট (Appendix)

(পৃষ্ঠা ১৬১–১৭০)

এই পরিশিষ্টে অভিসন্দর্ভে আলোচিত বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য, নথি, সারণি ও সহায়ক উপাদান সংযোজিত হয়েছে। মূল অধ্যায়ে আলোচনার প্রবাহ বজায় রাখার স্বার্থে যেসব উপাদান বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলি এখানে সংকলিত করা হলো।



## পরিশিষ্ট-ক

### কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক মানচিত্র ও ভৌগোলিক প্রেক্ষিত

এই অংশে কান্দি অঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী জমিদারি এলাকা (জেমো, বাঘডাঙ্গা প্রভৃতি)-র একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

এখানে অন্তর্ভুক্ত—

- ঔপনিবেশিক যুগের জেলা মানচিত্র (District Map)
- নদীপথ ও প্রধান যোগাযোগ রুটের চিহ্নিতকরণ
- রাজবাড়ি, মন্দির ও গুরুত্বপূর্ণ বসতির অবস্থান নির্দেশ

এই মানচিত্রগুলি কান্দি অঞ্চলের নগর-পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনুধাবনে সহায়ক।

## পরিশিষ্ট-খ

### কান্দি রাজবাড়ি : স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত উপাদান

এই অংশে কান্দি রাজবাড়ির স্থাপত্য বিশ্লেষণের সহায়ক উপাদান সংযোজিত হয়েছে—

- রাজবাড়ির আনুমানিক গ্রাউন্ড প্ল্যান (Reconstructed Layout)
- অঙ্গন, বারান্দা ও আবাসিক অংশের চিত্রাত্মক বিন্যাস
- নির্মাণসামগ্রী ও স্থাপত্য উপাদানের তালিকা

এই তথ্যগুলি অধ্যায় ৭-এর স্থাপত্য বিশ্লেষণকে প্রামাণ্য ভিত্তি প্রদান করে।

## পরিশিষ্ট-গ

### রাধাবল্লভ মন্দির ও বাঘডাঙ্গা মন্দিরসমূহের শিলালিপি ও প্রতীক

এই অংশে নির্বাচিত শিলালিপি, মূর্তি-লক্ষণ এবং প্রতীকী উপাদানের পাঠ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।  
অন্তর্ভুক্ত বিষয়—

- দেবনাগরী/বাংলা লিপিতে উৎকীর্ণ পাঠ
- আনুমানিক তারিখ নির্ধারণ
- ধর্মীয় ও আচারিক তাৎপর্য

এই পরিশিষ্ট অধ্যায় ৮ ও ৯-এর ধর্মীয় আলোচনাকে সমর্থন করে।

## পরিশিষ্ট-ঘ

### জেমো জমিদারি ও ত্রিবেদী পরিবারের বংশতালিকা

এই অংশে জেমো রাজবংশ ও ত্রিবেদী পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা (Genealogy) উপস্থাপন করা হয়েছে।

এতে অন্তর্ভুক্ত—

- ফতে সিংহ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্ম
- প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব
- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবস্থান

এই বংশতালিকা জমিদারি ইতিহাস ও সামাজিক উত্তরাধিকার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

### পরিশিষ্ট-৩

#### উৎসব ও আচার সংক্রান্ত সারণি (Tables)

এই অংশে কান্দি অঞ্চলের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও আচারসমূহ সারণিভুক্ত করা হয়েছে—

| উৎসবের নাম | স্থান            | সময়কাল | সামাজিক ভূমিকা              |
|------------|------------------|---------|-----------------------------|
| রথযাত্রা   | রাধাবল্লভ মন্দির | আষাঢ়   | ধর্মীয় ও নগরীয় সংহতি      |
| রাসযাত্রা  | কান্দি           | কার্তিক | বৈষ্ণব সংস্কৃতি             |
| শিবরাত্রি  | বাঘডাঙ্গা        | ফাল্গুন | লোকধর্ম ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য |

এই সারণিগুলি উৎসবকেন্দ্রিক সামাজিক গতিশীলতা বিশ্লেষণে সহায়ক।

### পরিশিষ্ট-৮

#### নথি ও তথ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত মন্তব্য

এই অংশে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যসংগ্রহের ধরন সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে—

- জেলা গেজেটিয়ার
- পারিবারিক দলিল
- স্থানীয় সাক্ষাৎকার (Oral Sources)
- মুদ্রিত ও অপ্রকাশিত নথি

এই মন্তব্যগুলি গবেষণার পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা (methodological transparency) নিশ্চিত করে।

### পরিশিষ্টের সামগ্রিক গুরুত্ব

এই পরিশিষ্ট অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনাকে তথ্যভিত্তিক ও প্রামাণ্য করে তোলে। মানচিত্র, নকশা, শিলালিপি, সারণি ও বংশতালিকা—এই সমস্ত উপাদান কান্দি অঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে একটি সুসংহত গবেষণা কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে।

## ফুটনোট ও তথ্যসূত্র

(পৃষ্ঠা ১৭১–১৮৫)

এই অংশে অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ১ থেকে অধ্যায় ১০ পর্যন্ত ব্যবহৃত সমস্ত প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ফুটনোট একরূপ একাডেমিক রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে পাঠক সহজেই উৎস শনাক্ত ও যাচাই করতে পারেন।

---

## ১. আর্কাইভ ও সরকারি নথি (Archival and Official Records)

1. Government of Bengal. *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*. Calcutta: Bengal Secretariat Press, বিভিন্ন সংস্করণ।
2. West Bengal State Archives, Kolkata:
  - Revenue Settlement Reports, Murshidabad District
  - Zamindari Records (Kandi, Jemo, Baghdanga)
3. Hunter, W.W. *A Statistical Account of Bengal*, Vol. IV. London: Trübner & Co., 1876.
4. Census of India, Bengal Presidency, 1872–1931 (Selected Volumes).

এই নথিগুলি কান্দি অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

## ২. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

5. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। রচনাসমগ্র। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
6. স্থানীয় শিলালিপি ও মন্দিরলেখ (কান্দি, রাধাবল্লভ মন্দির, বাঘডাঙ্গা)।
7. পারিবারিক দলিল: ত্রিবেদী পরিবার ও জেমো জমিদারি (অপ্রকাশিত)।
8. সমকালীন পত্রিকা:
  - তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
  - সাধনা
  - প্রবাসী

এই উৎসগুলি ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়ক।

---

## ৩. গৌণ উৎস : বাংলা গ্রন্থ (Secondary Sources – Bengali)

9. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু। বাংলার রাজবাড়ি ও সমাজব্যবস্থা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
10. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম। বাংলার মন্দির স্থাপত্য। কলকাতা: কে.পি. বাগচী।
11. মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ। বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
12. সেন, আশিস। বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সমাজ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন।
13. সরকার, নীহাররঞ্জন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ইতিহাস। কলকাতা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

---

## ৪. গৌণ উৎস : ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (Secondary Sources – English)

14. Bose, Nirmal Kumar. *The Structure of Hindu Society*. Calcutta: Orient Longman.
15. Michell, George. *The Architecture of the Indian Subcontinent*. New Haven: Yale University Press.
16. Stewart, Tony K. *Songs of the Saints of Bengal*. Oxford: Oxford University Press.
17. Kopf, David. *The Brahmo Samaj and the Making of Modern India*. Princeton: Princeton University Press.
18. Ray, Ratnalekha. *Land and Society in Colonial Bengal*. Delhi: Oxford University Press.

19. Bhattacharya, Asutosh. *Folk Religion in Bengal*. Calcutta: Firma KLM.  
এই গ্রন্থগুলি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

#### ৫. জার্নাল প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র

20. Chakrabarti, Kunal. “Regional Power and Cultural Networks in Bengal.” *Indian Historical Review*, Vol. XXV.  
21. Chatterjee, Partha. “History and the Nation.” *Subaltern Studies*, Vol. VI.  
22. Sen, Sudipta. “Zamindars and the Colonial State.” *Modern Asian Studies*.  
এই প্রবন্ধগুলি আঞ্চলিক ইতিহাস ও ক্ষমতা কাঠামোর বিশ্লেষণে সহায়ক।

---

#### ৬. তথ্যসূত্র ব্যবহারের নীতি (Note on Sources)

এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্যসূত্র নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন ও ব্যবহার করা হয়েছে—

- প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের স্পষ্ট পার্থক্য রক্ষা
- একাধিক উৎসে তথ্যের পারস্পরিক যাচাই (cross-verification)
- স্থানীয় ইতিহাস ও আধুনিক গবেষণার সমন্বয়

এই পদ্ধতি গবেষণার একাডেমিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

---

### গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

(পৃষ্ঠা ১৮৬–১৯৫)

এই গ্রন্থপঞ্জিতে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নথি ও অন্যান্য তথ্যসূত্র একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে গ্রন্থপঞ্জি বিষয় ও ভাষাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগে সাজানো হয়েছে।

---

#### ক. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

1. Census of India. *Bengal Presidency*. 1872–1931. Calcutta: Government Press.
2. Government of Bengal. *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*. Calcutta: Bengal Secretariat Press.
3. Hunter, William Wilson. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. IV. London: Trübner & Co., 1876.
4. West Bengal State Archives (Kolkata).
  - Revenue Settlement Reports (Murshidabad District)

- Zamindari Records: Kandi, Jemo, Baghdanga
- 5. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। রচনাসমগ্র। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
- 6. স্থানীয় শিলালিপি ও মন্দিরলেখ (কান্দি, রাধাবল্লভ মন্দির, বাঘডাঙ্গা)।
- 7. সমকালীন বাংলা পত্রিকা:
  - তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
  - সাধনা
  - প্রবাসী

---

#### খ. গৌণ উৎস : বাংলা গ্রন্থ (Secondary Sources – Bengali)

- 8. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু। বাংলার রাজবাড়ি ও সমাজব্যবস্থা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- 9. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম। বাংলার মন্দির স্থাপত্য। কলকাতা: কে.পি. বাগচী।
- 10. মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ। বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- 11. সেন, আশিস। বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সমাজ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন।
- 12. সরকার, নীহাররঞ্জন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ইতিহাস। কলকাতা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।
- 13. দত্ত, সুপ্রকাশ। বাংলার লোকধর্ম ও সংস্কৃতি। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

---

#### গ. গৌণ উৎস : ইংরেজি গ্রন্থ (Secondary Sources – English)

- 14. Bhattacharya, Asutosh. *Folk Religion in Bengal*. Calcutta: Firma KLM.
- 15. Bose, Nirmal Kumar. *The Structure of Hindu Society*. Calcutta: Orient Longman.
- 16. Chakrabarti, Kunal. *Religious Process and Cultural Change in Bengal*. New Delhi: Oxford University Press.
- 17. Kopf, David. *The Brahmo Samaj and the Making of Modern India*. Princeton: Princeton University Press.
- 18. Michell, George. *The Architecture of the Indian Subcontinent*. New Haven: Yale University Press.
- 19. Ray, Ratnalekha. *Land and Society in Colonial Bengal*. Delhi: Oxford University Press.
- 20. Stewart, Tony K. *Songs of the Saints of Bengal*. Oxford: Oxford University Press.

---

#### ঘ. গবেষণা প্রবন্ধ ও জার্নাল (Research Articles & Journals)

- 21. Chatterjee, Partha. "History and the Nation." In *Subaltern Studies VI*. Delhi: Oxford University Press.
- 22. Sen, Sudipta. "Zamindars and the Colonial State." *Modern Asian Studies*.
- 23. Chakrabarti, Kunal. "Regional Power and Cultural Networks in Bengal." *Indian Historical Review*.
- 24. Datta, Pradip Kumar. "Cultural Patronage and Zamindari Bengal." *Studies in History*.

---

#### ঙ. অনলাইন ও সহায়ক উৎস (Selected Online & Reference Sources)

25. Archaeological Survey of India. *Reports and Records on Bengal Monuments*.

26. National Library, Kolkata – Digital Archives (Selected Materials).

(অনলাইন উৎসগুলি শুধুমাত্র প্রামাণ্য নথি যাচাইয়ের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।)

.....  
.....